ইফতেখার সিফাত রচিত **'হিউম্যান বিয়িং: শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব'** গ্রন্থে বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতাকে নিছক কোনো সংস্কৃতি নয়, বরং একটি সুসংগঠিত দর্শন ও আকিদা **(**বিশ্বাসগত কাঠামো**)** হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে ১২২, ৪৪৯। লেখকের মতে, যেকোনো সভ্যতার বুনিয়াদ হলো তার আকিদা-বিশ্বাস, যার ওপর ভিত্তি করে সেই জাতির জীবনের ছক তৈরি হয় ২৩, ৩৫০।
এই বইটিতে পশ্চিমা সভ্যতার মূল দর্শন ও আকিদাকে প্রধানত তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে আলোচনা করা হয়েছে:

- স্বাধীনতা **(Freedom):** পশ্চিমা আকিদায় স্বাধীনতার অর্থ হলো—ব্যক্তি নিজেই নিজের ভালো**-**মন্দ নির্ধারণ করার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী **(Right to define good and bad)** ১২৬, ৪৫৩। এখানে মানুষের আকল বা যুক্তিকে ওহির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে এবং ব্যক্তিকে তার খেয়ালখুশি পালনের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ১২৮, ৪৫৫। পক্ষান্তরে, ইসলামের আকিদা অনুযায়ী স্বাধীনতা হলো আল্লাহর নির্ধারিত ভালো ও মন্দের মধ্য থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নেওয়ার পরীক্ষা, যেখানে মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর আবদিয়্যাত বা দাসত্ব কবুল করা ১৩০, ১৩২, ৪৫৭, ৪৫৯।
- সমতা **(Equality):** পশ্চিমা দর্শনে সমতা মানে হলো—প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত ভালো-মন্দের মাপকাঠি সমান এবং কোনো আদর্শকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না ১৪১, ৪৬৮। লেখক একে আল্লাহর হেদায়েত বা ওহিকে অস্বীকার করার নামান্তর হিসেবে দেখেছেন ১৪২, ৪৬৯। ইসলাম সমতার পরিবর্তে আদল বা ইনসাফ **(**ন্যায়বিচার**)** প্রতিষ্ঠা করে, যা প্রত্যেকের অবস্থা ও অধিকারের পরিধি অনুযায়ী প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয় ১৪৩, ১৪৬, ৪৭০, ৪৭৩।
- উন্নতি **(Development):** পশ্চিমা আকিদায় উন্নতির মাপকাঠি হলো পুঁজির ধারাবাহিক ও সীমাহীন বৃদ্ধি এবং মানুষের ইন্দ্রিয়কে সন্তুষ্ট করার যোগ্যতা অর্জন করা ১৪৯, ৪৭৬। ইসলাম এই ভোগবাদী উন্নতিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রকৃত উন্নতি হিসেবে তাকওয়া অর্জন ও দীনি সক্ষমতা বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করে ১৫৩, ৪৮০।

হিউম্যানিজম বা মানববাদ**:** নতুন ধর্মগ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশ্চিমা সভ্যতা আলাদা কোনো ধর্মের দাবি না করলেও গোপনে এটি একটি নতুন ধর্মের স্থান দখল করে নিয়েছে ২৫, ৩৫২। এই দর্শনের মূল হলো **'**হিউম্যানিজম**'**, যার মূলমন্ত্র লেখক বর্ণনা করেছেন—**'**লা ইলাহা ইল্লাল ইনসান**' (**মানুষ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই**)** ১৯০, ৫১৭। এখানে মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্ত এক সত্তা হিসেবে কল্পনা করে, যাকে লেখক **'**হিউম্যান বিয়িং**'** বলে অভিহিত করেছেন ১৮৩, ৫১০।
বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব ও আকিদাগত সংঘাতবইটির বৃহত্তর প্রেক্ষাপট হলো মুসলিম মানসে এই পশ্চিমা আকিদার প্রভাব বা বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব। লেখক দেখিয়েছেন যে:১. আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমরা অজান্তেই পশ্চিমা চশমা পরে ইসলামকে বিচার করেন এবং ইসলামের বিধানগুলোকে (যেমন: উত্তরাধিকার আইন, বহুবিবাহ) পশ্চিমা মাপকাঠিতে 'বর্বর' বা 'সেকেলে' মনে করেন ৮, ৩৩৫।২. এই দাসত্ব এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যেখানে একজন মুসলিম নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিলেও চেতনায় সেক্যুলার লিবারেল মূল্যবোধ ধারণ করে ৫৩, ৩৮০।৩. লেখক এই পরিস্থিতির সমাধানে মুসলিমদের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন: **"**আমি পশ্চিমা **'**হিউম্যান**'** নাকি আল্লাহর **'**আবদ**'?"** ১১, ৩৩৮।
পরিশেষে, এই উৎসগুলো অনুসারে, **'**হিউম্যান বিয়িং**'** হওয়া মানে হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে নিজের প্রবৃত্তি ও পশ্চিমা দর্শনের দাসত্ব করা, যা একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ইরতিদাদি ফেতনা বা দাজ্জালি সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত ৩৪, ৩৫, ৪২, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৯।